IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

রবীন্দ্রসাহিত্য ভাবনায় মঙ্গলকাব্যের স্থান : ঐতিহ্য আধুনিকতার আলোকে একটি সমালোচনা মূলক সমীক্ষা।

প্রদীপ সরদার

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কালিনগর মহাবিদ্যালয়

উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারাংশ – (Abstract)

মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারা, যেখানে বাঙালির সমাজজীবন, লোকসংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, প্রকৃতিচেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধের সমন্বিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে। মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির যে বাস্তব ও শিল্পীত রূপ প্রকাশিত হয়েছে, তা বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী বিকাশে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ঐতিহ্যকে অস্বীকার না করে সৃজনশীল ভাবে আত্মস্থ করেছেন এবং আধুনিক সাহিত্য চিন্তার সঙ্গে তার এক সফল সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনায় মঙ্গলকাব্যের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। তিনি মঙ্গলকাব্যের ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাঠামো অনুসরণ না করলেও এর মানবতাবাদ, লোকজ সংস্কৃতি, প্রকৃতি প্রেম, জীবন ঘনিষ্ঠতা, সামাজিক চেতনা এবং নন্দনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে আধুনিক সাহিত্য রূপে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্র কাব্যে পল্লী জীবনের প্রতি গভীর অনুরাগ, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক, মানব প্রেম ও লোকজ চেতনার প্রকাশে মঙ্গলকাব্যের উত্তরাধিকার স্পষ্ট। রবীন্দ্র নাটকে লোকনাট্যের উপাদান সঙ্গতি, প্রতীক ধর্মীতা, আচার ভিত্তিক নাট্য রীতি এবং সমষ্টিগত চেতনার প্রকাশ মধ্যযুগের কাব্য ঐতিহ্যের নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করে। রবীন্দ্র গল্পে সাধারণ মানুষের জীবন, গ্রামীণ সমাজ, লোক বিশ্বাস, সামাজিক বৈষম্য এবং মানবিক সম্পর্কের চিত্রায়নে মঙ্গলকাব্যের

জীবনমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে রবীন্দ্র উপন্যাসে রবীন্দ্র প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্য, লোক ঐতিহ্য এবং মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর মূল্যায়ন বাংলা সাহিত্য সমালোচনাকে নতুন দিশা প্রদান করেছে। অতএব রবীন্দ্র ভাবনায় মঙ্গলকাব্যের স্থান কোন অতীতের উত্তরাধিকার নয় বরং আধুনিক বাংলা সাহিত্য নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণাশক্তি, যা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক বিকাশ কে সমৃদ্ধ করেছে।

শব্দ সূচক (Keywords)

দৈববাদ, চিত্রকল্প, উপস্থাপন, যবনিকা, ঈর্ষাপরায়ণ, প্রবাদপ্রতিম, অন্ত্যজ সমাজ, অবচেতন, বিস্ময়বোধ, মর্মগত গার্হস্থরস, স্বীকারোক্তি, ন্যায়বোধ, যথেচ্ছাচারী, বীতশ্রদ্ধ, নতিস্তুতি।

ভূমিকা – (Introduction)

পুরাণ ও পুরাণ আশ্রিত সাহিত্য কোন বিশেষ যুগে সৃষ্টি হলেও তার প্রভাব কাল থেকে কালান্তরে বাহিত হয়ে চলেছে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমাদের জীবন ও সাহিত্যে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কোনো সচেতন স্রষ্টা এই পৌরাণিক প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন না। যুগ শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ এই প্রভাবকে আত্মিকরণ করেই সাহিত্যের নব নব শাখার নতুনতর পরীক্ষা নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাই রবীন্দ্র সৃষ্ট বিপুল সাহিত্য ভান্ডারের মধ্যে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় কবিতা, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ প্রায় প্রতিটি শাখায় নানা ভাবে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব ও প্রসঙ্গ তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

এই গবেষণামুলত গুণগত এবং বিশ্লেষণমূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণাটি সম্পূর্ণরূপে গ্রন্থাগারভিত্তিক এবং বর্ণনামূলক-সমালোচনামূলক প্রকৃতির। তথ্য সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প, কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, পত্রাবলী, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, জার্নাল, গবেষণা প্রবন্ধ এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য গৌণ উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যকে ঐতিহাসিক, তুলনামূলক ও ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে রবীন্দ্র সাহিত্য ভাবনায় মঙ্গলকাব্যের অবস্থান, এর সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক নন্দনতাত্ত্বিক গুরুত্ব এবং ঐতিহ্য ও আধুনিকতার পারস্পরিক সম্পর্কের আলোকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য, লোকজ ঐতিহ্য, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং রবীন্দ্র-চিন্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক সমালোচনামূলক ভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এভাবে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বিষয়টির একটি নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ ও গবেষণা ভিত্তিক মূল্যায়ন উপস্থাপন করায় এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of the Research)

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ভাবনায় মঙ্গলকাব্যের স্থান ও গুরুত্ব নির্ধারণ করা।

২। মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য দৃষ্টি।

৩। রবীন্দ্রনাথ কিভাবে মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু, মানবতাবাদ, লোকঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক চেতনাকে মূল্যায়ন করেছেন তা অনুসন্ধান করা।

৪। রবীন্দ্র প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কাব্য, চিঠিপত্রে মঙ্গলকাব্য সম্পর্কিত চিন্তার প্রকাশ বিশ্লেষণ করা।

৫। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনায় লোকসাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা।

৬। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনায় মঙ্গলকাব্যের নন্দনতাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পুনরব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ (Explanation and Analysis)

পুরাণ ও পুরাণ আশ্রিত সাহিত্য কোন বিশেষ যুগের সৃষ্টি হলেও তার প্রভাব কাল থেকে কালান্তরে বাহিত হয়ে চলেছে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমাদের জীবন ও সাহিত্যে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যুগশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ এই প্রভাবকে আত্তীকরণ করেই সাহিত্যের নব নব শাখায় নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাই রবীন্দ্র সৃষ্ট বিপুল সাহিত্য ভান্ডারের মধ্যে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় কবিতা, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ প্রায় প্রতিটি শাখায় নানাভাবে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব ও প্রসঙ্গ তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'চৌর পঞ্চাশিকা' কবিতায় বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কথা যাবতীয় অবিলতামুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের হাতে নতুন রূপ পেল। যৌবন-লালসা রূপান্তরিত হল চিরন্তন প্রেম কথায়। ক্ষণিকা কাব্যের 'যৌবন বিদায়' কবিতার রূপ কল্পের সঙ্গে অন্নদামঙ্গলের প্রথম খন্ডের 'অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা' অধ্যায়ে দেবী অন্নপূর্ণাকে ঈশ্বরী পাটনির নৌকা পারাপারের ছবির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। চন্ডীমঙ্গলে চিত্রিত কালকেতু ফুল্লরার ব্যাধজীবন মনে আসে তাঁর সোনার তরী কাব্যের বসুন্ধরা কবিতাটি পাঠ করলে। অন্ত্যজ সমাজের স্বাভাবিক চলমানতা কালকেতু ফুল্লরার জীবন চিত্রে পাই। 'ক্ষণিকা' কাব্যের 'বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী' কবিতার কোনো কোনো পংক্তিতে মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রার ছবির আভাস পাই। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নমঙ্গল, মশকমঙ্গল গীতিকা, পনিনয়মঙ্গল প্রভৃতি কবিতার নামকরণে মঙ্গল শব্দটির ব্যবহার পাঁচালী আকারে গীত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যকেই স্মরণ করায়।

বিসর্জন নাটকে চন্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডীর প্রসঙ্গ আমরা পাই। এই নাটকের প্রথম অঙ্কে আমরা দেখি গুনবতী সন্তান কামনায় দেবী চণ্ডীর মানত করছে। নাটকের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে দেবী চণ্ডীর প্রতি সাধারণ মানুষের ভয় মিশ্রিত অন্ধবিশ্বাসই চিত্রিত হয়েছে। মালিনী নাটকে সুপ্রিয় ক্ষেমাঙ্করের অংশটি স্বপ্নলব্ধ এবং সেই প্রসঙ্গেই নাটকের সূচনায় মঙ্গলকাব্যের কবিদের দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাব্যরচনার উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ব্যঙ্গকৌতুক' এর অন্তর্গত 'স্বর্গীয় প্রহসন' নাটিকায় ইন্দ্রসভায় লৌকিক দেবী মনসা, মঙ্গল চন্ডী, শান্ডিল্য, ওলাবিবি কথা বলেছেন। আবার আদি মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে পরিবর্তন পরম্পরার আভাসটুকুও দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' গল্পে স্বামী তারাপ্রসন্নের লেখা শ্রবণ করে আশ্চর্য বিস্মিত হতেন দাক্ষ্যায়নী। তিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কবিকঙ্কন চন্ডী পড়িয়াছেন এবং কথকথাও শুনিয়েছেন। নষ্টনীড় গল্পে চারুলতা ও ভূপতির কথায় উঠে এসেছে কবিকঙ্কন চন্ডী। সাংসারিক ভূপতি সাহিত্যের ভুল লেখা দিয়ে সংসারের লোককে চিনতে চায় না। তাই ভূপতি চারুলতাকে বলে - এই যেমন আমি তোমাকে বুঝি, তুমি সেজন্য কি মেঘনাদ বধ, কবিকঙ্কন চণ্ডী আগাগোড়া পড়ার দরকার আছে। সংগীত সাধনার গল্প 'সে' তে পৌরাণিক বিবরণের অবতরণ করা হয়েছে ভরতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল থেকে।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপের আত্মকথায় নিখিলেশের স্বভাব বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে চাঁদ সদাগরের কথা এসেছে, সন্দীপ নিখিলেশ সম্পর্কে বলেছে - চাঁদ সদাগরের মতো ও অবাস্তবের শিবমন্ত্র নিয়েছে। 'শেষের কবিতা'য় চন্ডীমঙ্গলের ধনপতির সমুদ্রযাত্রার চিত্রকল্প কাব্যিক আমেজ সৃষ্টি করেছে অমিতের ভবিষ্যতের কল্পনার বাগানবাড়ির ছবিতে। 'দুই বোন' উপন্যাসে কৌতুক করে ভরতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক নরেশ দাশগুপ্তের রূপে গুণে বিদ্যায় অতুলনীয়া কন্যা এলা তার পিতৃব্য ডাক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুরেশের সুরমার পড়ার দায়িত্ব নিয়ে কাকে থিসিস লেখাতে চেয়েছে। থিসিসের বিষয় - বাংলা মঙ্গলকাব্য ও চসারের কাব্যের তুলনা।

'বাঙালি কবি নয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কবিকঙ্কন চণ্ডীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে মহাকাব্য নেই। কবিকঙ্কন চণ্ডী উপাখ্যান মাত্র কিছু মহাকাব্য নয়। 'আলোস্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - কল্পনার দারিদ্র্য যদি দেখিতে চাও অন্নদামঙ্গলের 'মদন ভস্ম' পাঠ করিয়া দেখো। অন্নদামঙ্গলের ন্যায়, নীতি বিবেকহীন কামুক চরিত্র শিবের আচরণ প্রসঙ্গে এই রকম মন্তব্য করেছেন। এই পৌরুষনাশী চরিত্র সৃষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথ

বাঙালির আলস্যকেই দায়ী করেছেন। পঞ্চভূত গ্রন্থের 'নরনারী' প্রবন্ধে নারী চরিত্রের প্রাধান্যের কথা বলতে গিয়ে মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ এনেছেন। তিনি বলেছেন বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বিদ্যা ও মালিনী, চন্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা ও খুল্লনা যতটা জীবন্ত ঠিক ততটাই স্থাণু এবং জড়বৎ কালকেতু, ধনপতি, শ্রীমন্ত। 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন গ্রাম্য সাহিত্যের প্রাদেশিক রূপের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের সার্বভৌমিক মূর্তি। অন্যতমঙ্গল ও কবিকঙ্কনের কবিরা রাজসভার হলেও তাদের কাব্যের কাহিনী গ্রাম্য কাহিনী অবলম্বনে রচিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাকার ও নিরাকার' প্রবন্ধ বলেছেন হিন্দুধর্মের যে সাহিত্যিক অভিব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে চলে আসছে তাতেও দেবদেবীদের কল্পকাহিনী কথা উল্লিখিত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে কবিগুরু মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ এনেছেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বৌদ্ধযুগের পরবর্তীকালে বাংলাদেশে যে আধ্যাত্মিক অরাজকতার মধ্যে দেবদ্বন্দ্ব লেগেছিল তার মধ্যেই রয়েছে মঙ্গলকাব্যগুলোর সৃষ্টির ইতিহাস। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' শীর্ষক লেখায় রবীন্দ্রনাথ পরাধনি বাঙালির নৈতিক দুর্বলতার কথা বলতে গিয়ে মনসামঙ্গল ও চন্ডীমঙ্গল থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। 'শক্তিপূজা' প্রবন্ধের সূচনায় শিব ও শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি ধারার উল্লেখ করেছেন। একটি শাস্ত্রীয় অপরটি লৌকিক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন বাংলার মঙ্গলকাব্য গুলিতে লৌকিক শিবের দেখা পাওয়া যায়। 'বাতায়নিকের পত্রে' রবীন্দ্রনাথের মূল প্রতিপাদ্য ছিল দুর্বলের উপর সবলের শক্তির লীলা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন চন্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান প্রকৃতপক্ষে অধর্মেরই জয়গান। 'কালান্তর' প্রবন্ধে রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমান প্রভাব পড়লেও তাদের সাহিত্য সংস্কৃতি আমরা গ্রহণ করতে পারিনি, সামান্য ব্যতিক্রম মঙ্গলকাব্যগুলি। এছাড়া বাংলা ভাষা পরিচয়, সাহিত্যের রূপ, পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী, সাহিত্যের মুল্য, শিক্ষার মিলন, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, সঙ্গীতের মুক্তি, সোনারকাটি প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকাব্যের উল্লেখ এবং তার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন।

উপসংহার (ଉପସଂହାର)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ভাবনায় মঙ্গলকাব্যের স্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের ধর্মীয়, লোকজ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কেবল অনুসরণ করেননি বরং আধুনিক মানববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, নান্দনিক চেতনা এবং জীবন দর্শনের আলোকে তাকে নতুন তাৎপর্য প্রদান করেছেন। তাঁর কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধে মঙ্গলকাব্যের আখ্যানরীতি, চরিত্রচেতনা, লোকবিশ্বাস, প্রকৃতি নির্ভরতা এবং সমাজ জীবনের নানা উপাদান নতুন ব্যাখ্যায় রূপায়িত হয়েছে। ফলে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে একটি সৃজনশীল সেতু বন্ধন গড়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমাণ করেছেন যে সাহিত্য কেবল অতীতের পুনারাবৃত্তি নয় বরং অতীতকে আত্মস্থ করে বর্তমানের চাহিদা অনুযায়ী নতুন অর্থে নির্মাণ করার এক অবিরাম সৃষ্টি প্রক্রিয়া। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মঙ্গলকাব্য তাঁর সাহিত্য চিন্তায় এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক বিকাশের একটি অপরিহার্য ভিত্তি। তাই রবীন্দ্র সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব বিচার করলে স্পষ্ট হয় যে, তিনি ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেও আধুনিকতার মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সমন্বয়েই রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং বাংলা সাহিত্য ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

তথ্যসূত্র

১) কালান্তর, শ্রাবণ ১৩৪০, কালান্তর, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ।

২) ‘চৌর পঞ্চাশিকা’ কবিতাটির ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে কল্পনা’র পাঠের পার্থক্য এতটাই যে দুটোকে স্বতন্ত্র কবিতা বলে মনে হয়।

৩) সাহিত্য (১৯৭৪ সাল) পৃষ্ঠা ১৪৬, দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থে মঙ্গলকাব্যের লৌকিক দেবদেবীর পরিচয় প্রথম বিস্তারিত ভাবে উদঘাটিত হয়েছিল।

৪) ঘরে বাইরে, বিশ্বভারতী সংস্করণ মে, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ১৬৩,

৫) রবীন্দ্র রচনাবলী (শতবার্ষিক সাং) ১৪ পৃষ্ঠা ৬৪০,

৬) রবীন্দ্র রচনাবলী (শতবার্ষিক সাং) ১৪ পৃষ্ঠা ৬৪২,

৭) সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী (৮), বিশ্বভারতী ১৩৯২,

৮) শক্তিপূজা, কার্তিক ১৩২৬, পৃষ্ঠা ২৮৯,

৯) সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্র রচনাবলী (১৪) (শতবার্ষিক সাং) পৃষ্ঠা ৬০৭,

১০) সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র রচনাবলী, (শতবার্ষিক সাং) পৃষ্ঠা ৬০৭

১১) সোনার কাঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্র শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭৬৬,

১২) দেশ (শারদীয়া) ১৩৬৩, পৃষ্ঠা ১২

১৩) পঞ্চভূত, রবীন্দ্র রচনাবলী (২) বিশ্বভারতী ১৩৯৫

১৪) মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরোচিত চন্ডীমঙ্গল গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ অধ্যায় দ্রষ্টব্য